দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUL 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

সংকটে নৈতিক শিক্ষা

মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন

জন্মগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মানুষ অত্যন্ত দুর্বল একটি প্রাণী। কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় সে শ্রেষ্ঠ। অন্য প্রাণী থেকে আলাদা। মানুষ নিজে একা তার চাহিদাগুলোকে পূরণ করতে পারে না বলে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে। আর এ সহযোগিতামূলক মনোভাবই সমাজে নিয়ে আসে শান্তি। সামাজিক শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য আছে রাষ্ট্র, আইন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। প্রতিটি মানুষকেই রাষ্ট্রের সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে পরিবারিক ও সামাজিক শান্তি বজায় রেখে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, জীবনযাত্রাকে অধিকতর সুন্দর করে তোলাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা লক্ষ করছি যে, সব এলাকাতেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়ছে, শিক্ষার হার বাড়ছে, শিক্ষার ব্যয় বাড়ছে, শিক্ষার উপকরণ বাড়ছে, শিক্ষার ওপর গবেষণা বাড়ছে। একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সামাজিক অপরাধ। সন্তানের হাতে মাবাবা এবং মাবাবার হাতে সন্তান খুনের মতো ঘটনা এখন অহরহই ঘটছে। আবার এসব কাজ কেবল অশিক্ষিতজনেরাই করছে তা কিন্তু নয়। বরং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের দ্বারাই এসব কাজ সংঘটিত হচ্ছে অনেক বেশি।

তা হলে একটি প্রশ্ন তো জাগতেই পারে। আমরা এত টাকা ব্যয় করে শিক্ষার নামে যা অর্জন করছি তা কি শুধু সার্টিফিকেট নামের আবর্জনা? এ শিক্ষা না পারছে কোনো কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে; না পারছে নৈতিকগুণ সম্পন্ন সুন্দর মানুষ উপহার দিতে। এদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরও লাখ লাখ লোক বেকার হয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। পুঁজিবাদি সমাজে সকল ক্ষমতা এখন সমাজের শিক্ষিতজনের হাতে। অশিক্ষিত মানুষ ভাগ্যের জোরে বড় কিছু হতে পারলেও তাকে নির্ভর করতে হয় শিক্ষিত লোকদের ওপরই। প্রশাসন, আইন, বিচার সবকিছু শিক্ষিত লোকদের হাতে থাকা সত্ত্বেও কেন সমাজে নৈতিক পরিবর্তন নেই— তা নতুন করে ভাবার এখনই সময়। না ভাবলে যা হবার তাই হবে। কারণ প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

নিরক্ষর শ্রেণির অপরাধ শুধু লেখাপড়া না জানা। আর এ না জানার পেছনেও আছে শিক্ষিত শ্রেণির অপরাধ। মানবজীবন যেহেতু স্বল্পকালের তাই নৈতিক শিক্ষার জন্য আলাদাভাবে সময় বের করা অত্যন্ত কঠিন। সে কারণে বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দীর্ঘদিনের অনিয়মের ফলে শিক্ষকতা পেশাতেও অনেক অযোগ্য নীতিভ্রষ্ট লোকের আগমন ঘটেছে। তাদেরকে যেহেতু একেবারে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলার সুযোগ নেই—তাই সকলের মধ্যে বিবেকবোধ জাগ্রত করে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়গুলোতে মানবতার শিক্ষা দিতে হবে। মানবতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের দেশকে, দেশের মানুষকে, সর্বোপরি এ পৃথিবীটাকে ভালোবাসার শিক্ষা দিতে হবে।

এক সময় আমরা পড়তাম—পানির অপর নাম জীবন। এখন বলা হয়—বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন। শিক্ষাক্ষেত্রেও স্লোগান পরিবর্তন করা দরকার। যুগ যুগ ধরে আমরা পড়ে আসছি যে, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু সে শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই এখন আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। যে শিক্ষা সৎ ও আদর্শবান মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না; তা শিক্ষাই নয়। তাই এখন বলতে হবে—সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই সমাজের সর্বস্তরে সুশিক্ষার বীজ রোপণ করতে হবে। শুধু পরীক্ষায় পাস নয়, শিক্ষার্থীর হৃদয়-মন যাতে সুন্দর হয়, জাতীয় চেতনা ও মানবতাবোধে উজ্জীবিত হয়; সে দিকে লক্ষ রেখে সিলেবাস প্রণয়ন ও পাঠদান পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। আদর্শবান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এজন্য জাতীয় স্বার্থেই আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই আমাদের সোনার বাংলা একদিন সোনার মানুষে ভরে উঠবে।

নেত্রকোনা